তারিখ ... 26 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

ছাত্র রাজনীতিতে সহাবস্থান আশরাফের আহ্বান সাড়া পাবে?

হানাহানির ছাত্র রাজনীতি পরিহার করে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার যে আহ্বান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসনমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছেন, তা কতখানি সাড়া পাবে তাতে সন্দেহ রয়েছে। ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের এক আলোচনা সভায় তিনি এমন সময় বহুল প্রত্যাশিত আহ্বানটি জানালেন, যখন দেশের বেশ কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের বিভিন্ন উপদলের মধ্যে আমরা সহিংসতা ও সংঘাত দেখছি। যে ছাত্রলীগ নিজেদের উপদলের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে না, তারা অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে 'মিলেমিশে' থাকবে– এটা দুরাশাই মনে হয়। আমাদের মনে আছে, খোদ রাষ্ট্রপতি গত কয়েক বছরে কয়েক দফায় বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে আদর্শের অনুপস্থিতিতে তার ব্যথিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উচ্চারণ করেছেন হুঁশিয়ারি। কিন্তু সকলই যেন গরল ভেল! আমরা গভীর বেদনার সঙ্গে দেখছি, দেশের ছাত্র রাজনীতি এখন কীভাবে আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থনির্ভর হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, এমনকি নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও এ দেশের ছাত্রসমাজ যে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিল, তা এখন কিংবদন্তির মতো মনে হয়। এখন নেহাত 'তুচ্ছ ঘটনা' নিয়েও প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠন বা একই সংগঠনের উপদলগুলো সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে। আসলে ছাত্র রাজনীতি যখন অবৈধ উপার্জন ও ক্ষমতার মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন সংঘাত ও কোন্দলই অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটা যদিও সার্বিক চিত্র; ছাত্র রাজনীতিকে সঠিক পথে রাখতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনেরই দায় বেশি। দুর্ভাগ্যবশত, তাদের কারণেই আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হতে দেখছি। তবুও আমরা আশা করতে চাই, সব ছাত্র সংগঠন না হোক, অন্তত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ তাদের মূল দলের সাধারণ সম্পাদকের আহ্বানে সাড়া দেবে।